২৩

দৈনিক বাংলা

তারিখ 11 SEP 1996
পৃষ্ঠা 7 কলাম

আই আই টি সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ

ইসলামী দেশের মধ্যে সহযোগিতা বাড়াতে হবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

গাজীপুর, ১০ সেপ্টেম্বর (বাসস)।–প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছেন, ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রসমূহকে সাফল্য ও উন্নয়নের নতুন দিগন্তে নিয়ে যেতে এবং ইসলামের অতীত গৌরব পুনরুদ্ধারে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য অব্যাহতভাবে উন্নতি লাভ করবে।

তিনি বলেন, ওআইসি'র সাফল্যের পেছনে ঐক্যসাধনকারী প্রধান উপাদান হচ্ছে আমাদের মহান ধর্ম ইসলাম, অভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য।

মঙ্গলবার ইসলামিক ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজীর (আইআইটি) দশম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে ভাষণদানকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আইআইটি থেকে ডিগ্রিধারী ছাত্ররা যে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেছে তা তাদের নিজ নিজ দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম করবে। খবর বাসস'র।

ওআইসি'র মহাসচিব ডঃ হামিদ আল গাবিদ এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। আইআইটির মহাপরিচালক অধ্যাপক এ এম পাটোয়ারী স্বাগত ভাষণ দেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ এবং শ্রম ও জনশক্তি প্রতিমন্ত্রী আব্দুল মান্নান বিশেষ অতিথি ছিলেন। সংবর্ধনা উপকমিটির চেয়ারম্যান এম হাসান সিদ্দিকী অতিথিদের ধন্যবাদ জানান।

এই আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী, তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাঈদ, পূর্ত প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট আফসারউদ্দীন, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, আইআইটি'র পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ডিগ্রিলাভকারী ছাত্রদের আল রাজী, ইবনে সিনা, আল

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ইসলামী দেশের মধ্যে সহযোগিতা বাড়াতে হবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

বেরুণী, ইবনে খালদুন, আল কানদী, আল ফারাবী, আল কিমি, আল জাবের এবং আবু রুশদ-এর মত মুসলমান পন্ডিতদের উত্তরসূরী হিসাবে আখ্যায়িত করে আজকে সনদপত্র ও ডিপ্লোমা গ্রহণকারী অনেকেই সেইসব মুসলমান পন্ডিতদের মত ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবেন বলে প্রধানমন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রধানমন্ত্রী এই মহতী অনুষ্ঠানে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশকে ওআইসিতে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মহান অবদান স্মরণ করেন।

ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর অংশগ্রহণের পর ওআইসি বাংলাদেশে এই মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করে। এটি ইসলামী উম্মাহর মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য একটি অনুঘটনের ভূমিকা পালন করছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন ওআইসি সদস্য দেশ থেকে ছাত্ররা এই ইনস্টিটিউটে আসছেন শুধু মূল্যবান ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেকনিক্যাল শিক্ষা গ্রহণের জন্যই শুধু নয়, তারা মুসলমান রাষ্ট্রসমূহ থেকে আসা ভাইদের সঙ্গে পারস্পরিক জানাশোনার সুযোগ পান।

তিনি বলেন, ইসলামী উম্মাহর নতুন প্রজন্মের মধ্যে সংহতির জন্য এই ইনস্টিটিউটে দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধুত্ব ও সমানুভূমি উন্নত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী এই ইনস্টিটিউটে সিভিল এবং পরিবেশ প্রকৌশল বিভাগ প্রতিষ্ঠার জন্য আইআইটি পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেন।

তুমুল করতালির মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, ইনস্টিটিউটের একটি হল নির্মাণের জন্য আইআইটি যে ঋণ গ্রহণ করবে সরকার তার গ্যারান্টি দেবে। এর আগে মহাপরিচালক সমাবেশে বলেন, প্রস্তাবিত হলের নাম রাখা হবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল।

প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দেন যে, আইআইটির জন্য "বাধ্যতামূলক চাঁদা" পরিশোধ করতে তিনি ওআইসি'র সদস্য দেশের প্রধানদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, এই আইআইটির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও এর উন্নয়নের জন্য এর ট্রাস্ট ফান্ডে স্বেচ্ছায় দান করতে তিনি সকল সদস্য দেশের প্রতি, বিশেষ করে, ধনী ও সমৃদ্ধিশালী দেশের প্রতি আবেদন জানাবেন।

তিনি আইআইটির পরিচালনা পর্ষদের একুশতম বৈঠকেরও উদ্বোধন করেন। একই সময়ে এই বৈঠকও অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

বিভিন্ন বিষয়ে ১৮৮ জন ছাত্র আইআইটি সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে যন্ত্র ও রসায়ন প্রকৌশল বিভাগ থেকে এমএসসি, স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা ও বিএসসি ডিগ্রী, যন্ত্র প্রকৌশলে উচ্চতর ডিপ্লোমা, তড়িৎ প্রকৌশলে উচ্চতর ডিপ্লোমা, বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ডিপ্লোমা এবং অটোমোটিভ, রেডিও ও টেলিভিশন সার্ভিসিংয়ে ট্রেড সার্টিফিকেট।

প্রধানমন্ত্রী ছাত্রদের মধ্যে ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা সনদ বিরতণ করেন।

ওআইসি'র মহাসচিব ডঃ হামিদ আল-গাবিদ তার বক্তৃতায় ওআইসি'র কাঠামোর মধ্যে থেকে ইসলামী উম্মাহর বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশের বলিষ্ঠ ইতিবাচক ভূমিকার প্রশংসা করেন।

হামিদ আল-গাবিদ বলেন, অর্থনৈতিক সংকট থাকা সত্ত্বেও ইনস্টিটিউটটি তার লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য কাংখিত শিক্ষার মান ও সফলতা অর্জনে তার কার্যক্রম ও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ওআইসি'র সদস্যভুক্ত বিভিন্ন দেশ থেকে তিনশ' ছাত্র তালিকাভুক্তিসহ ইনস্টিটিউট তার সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণ এবং বাণিজ্য, ট্রেড, বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিষয়ের শিক্ষার প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মান উন্নয়ন করেছে। তিনি বলেন, প্রশিক্ষণের উচ্চমান ইনস্টিটিউটকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এনে দিয়েছে।

অধ্যাপক ডঃ এ এম পাটোয়ারী বলেন, ইসলামী উম্মাহর স্বপ্ন আইআইটি বাস্তবে রূপলাভ করেছে। তিনি বলেন, বিভিন্ন সদস্য দেশের ছাত্র, প্রশিক্ষক ও স্টাফসহ এটি ইসলামী আদর্শ, ধ্যান-ধারণা ও সংস্কৃতির একটি আত্তীকৃত ও প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, মক্কা আল-মোকাররমা ঘোষণার অধীনে আইআইটি হচ্ছে ইসলামী সংহতি ও যৌথ ইসলামী কার্যক্রমের একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী সমাবর্তন গাউন পরিধান করে সমাবর্তন মিছিলের নেতৃত্ব দেন। তিনি মিছিল নিয়ে সমাবর্তন স্থলে প্রবেশ করলে তাকে আন্তরিক সংবর্ধনা জানান হয়।

পরে ওআইসি মহাসচিব হামিদ আল-গাবিদ আইআইটি প্রাঙ্গণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

বৈঠককালে এই মত ব্যক্ত করা হয় যে, ওআইসি'র অধীনে আগামী বছরগুলোতে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও জোরদার হবে। ওআইসি মহাসচিব ওআইসি কাঠামোর মধ্যে বাংলাদেশের ভূমিকার প্রশংসা এবং ওআইসি সদস্য দেশগুলোর উন্নয়নে বাংলাদেশ ভবিষ্যতে তার গতিশীল ভূমিকা অব্যাহত রাখবে বলে তিনি আশা করেন।

বাংলাদেশে ওআইসি মহাসচিবের সফরকে স্বাগত জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী তার আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে মুসলিম বিশ্বের মধ্যে আন্তরিকতা ও সহযোগিতার উন্নয়নে তার দক্ষ নেতৃত্বে ওআইসি অর্থবহ অবদান রাখবে।